১২-০৮-১৭ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের সঙ্গমযুগী বাচ্চাদের ধর্ম আর কর্ম হলো জ্ঞান অমৃত পান করা আর অন্যকে তা পান করানো, তোমরা নরকবাসীদের স্বর্গবাসীতে পরিণত করার সেবা করো ।"

প্রশ্ন :- তোমরা ব্রাহ্মণরা কর্মের কোন্ গুহ্য গতির জ্ঞান পেয়েছো ?

উত্তর :- যদি বাবার হয়ে কখনো কোনো কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো পাপ কর্ম করেছো তাহলে একের শতগুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে - এই জ্ঞান তোমাদের ব্রাহ্মণদেরই আছে, তাই তোমরা কোনো পাপ কর্ম করতে পারো না । এখন তোমাদের ব্রাহ্মণদের লক্ষ্য হলো -- সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়া, তাই তোমাদের অপগুণ দূর করার পুরুষার্থ করো ।

গীত :- ভোলানাথের থেকে নিরালা আর কেউই হয় না .....

ওম শান্তি । বেহদের বাবার নাম হলো ভোলানাথ, তাহলে অবশ্যই তিনি মানুষ থেকে দেবতা বানান । সমস্ত মানুষই তো আসুরী সম্প্রদায় । তারা মানুষকে দেবতা বানাতে পারে না । তাঁর জন্যই এই গায়ন রয়েছে যে, মানুষ থেকে দেবতা করেছেন - দেবতারা অমরলোকে থাকে । এ হলো মৃত্যুলোক । অবশ্যই বাবা এসে এই মৃত্যুলোকেই অমরকথা শোনাবেন, অমর বানানোর জন্য । এখন মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত করতে অনেক সময় লাগে না .....এই কথা কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে ?অবশ্যই শূদ্রদেরই দত্তক নেওয়া হয়, তাই না ? তখন বলবে শূদ্র বর্ণের মানুষদের ব্রাহ্মণ বর্ণে নিয়ে আসে । এতো সব বাচ্চারা বলে, আমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, ব্রহ্মার সন্তান । প্রজাপিতা থাকলে অবশ্যই তাঁর ধর্মের বাচ্চারা থাকবে । মুখ বংশাবলী হলেও অবশ্যই মাতা - পিতা চাই । তোমাদের মাম্মার মুখ বংশাবলীও বলবে । তোমরা বাবারও মুখ বংশাবলী তাই দাদুরও মুখ বংশাবলী হলে । এখানে গর্ভজাত বংশাবলীর কোনো নামই নেই । এই কলিযুগের ব্রাহ্মণরা হল গর্ভজাত বংশাবলী আর তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে মুখ বংশাবলী । দুনিয়ার ব্রাহ্মণ তো একে অপরের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয় বিষ পানের উদ্দেশ্যে ।আর তোমরা ব্রাহ্মণরা অমৃত পান করানোর জন্য পরমাত্মার সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ হও । এ কতো তফাত । ওরা নরকবাসী বানায় আর তোমরা স্বর্গবাসী বানাও । এই জ্ঞান অমৃতের দ্বারাই মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হয় । আমরা ঈশ্বরের সন্তান হলে তাঁর সাহায্যও পাই । বাবার প্রকৃত সন্তান আর সৎ সন্তান দুইই তো আছে,তাই না ? সৎ সন্তানরা এতো সাহায্য পায় না, যা বাবার প্রকৃত সন্তানরা পেয়ে থাকে । বাবার ভালোবাসাও তাঁর প্রকৃত সন্তানদের প্রতিই বেশী থাকে । বাবার প্রকৃত সন্তান না হতে পারলে ভাইয়ের বাচ্চাদেরই ভালোবাসতে হবে বা অন্য ধর্মের সন্তান হতে হবে ।

এখন তোমরা বর্ণকেও জানো । যদিও বিরাট স্বরূপ বানানো হয় তবুও তার হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি কেউই বলতে পারে না যে এতে কি হয় । এখন বাবা বুঝিয়ে বলেন এই চক্র ঘুরতে থাকে,এতো জন্ম দেবতাদের, আর এতো জন্ম ক্ষত্রিয় বর্ণের । এ কোনো গল্পকথা নয় । তিনি ৮৪ জন্ম প্রমাণ করে বলেন । সতোপ্রধান তারপর সতো, রজো, তমো সকলকে অবশ্যই হতে হয় । দেবতারা যারা একসময় সতোপ্রধান ছিলো তারাই পরে তমোপ্রধান হয়ে গেছে । এখন এই মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড় জর্জরিভূত হয়ে গেছে, অর্থাৎ প্রায় কবরে চলে গেছে । এ হলো একেবারে শেষ সময় । সকলেরই পুরনো হিসেব -

নিকেশ শোধ হয়ে যাবে তারপর নতুন জন্ম নিতে হবে । ধন সম্পত্তির হিসেবের খাতা হয় । এখানে হিসেবের খাতা হলো কর্মের । এ হলো অর্ধেক কল্পের খাতা । মানুষ যে পাপ কর্ম করে এসেছে সেই খাতাই চলে এসেছে । এমন নয় যে একবার সাজা ভোগ করলেই সব শোধ হয়ে যায় । তা নয় । পাপ আত্মা কিভাবে হয় ? প্রতিদিন কর্মের বোঝা চাপতে চাপতে সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয়ে যায় । আবার অনেকে বলে সন্ন্যাসীরা যখন সন্ন্যাস নেয় তখন তাদের কেন তমোপ্রধান হওয়ার দরকার ? কিন্তু বাবা বলেন সে হলো রজোপ্রধান সন্ন্যাস । এখন তোমরা শ্রীমত পাচ্ছো । ও হলো মনুষ্য মত । যেমন মানুষ বলে আমরা মোক্ষ পাই, কিন্তু তা কিভাবে ? সমস্ত অভিনেতাকে তো অবশ্যই এখানে হাজির হতে হবে । কেউই এমনি ঘরে ফিরে যেতে পারবে না । গীতাতেও এমন অনেক কথা লেখা আছে । প্রথম কথাই হলো সর্বব্যাপীর । এখন তোমাদের বাচ্চাদের ভিতরে বাবার স্মরণই আছে । রচয়িতা বাবা আর সাথে বাবার রচনা । কেবল বাবাই নন, সঙ্গে তাঁর রচনাকেও স্মরণ করতে হবে । তোমরা নিজের কাজ কারবারও করো আর সঙ্গে মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, শিব বাবার জীবনী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরকেও জানো । এরপর সঙ্গম যুগের জগদম্বা এবং জগত পিতাকেও জেনেছো । জগদম্বা সরস্বতীকে বলা হয় । তাঁর অনেক চিত্র আছে । বাস্তবে এক মুখ্য হলো জগদম্বা সরস্বতী । এখানে প্রথমে ব্রহ্মা ব্যক্ত থাকেন পরে তিনি অব্যক্ত হন । এই অব্যক্ত রূপের পরে সেই ব্রহ্মাই আবার সাকার মহারাজা শ্রী নারায়ণ হন, তারপর তাঁর ৮৪ জন্ম শুরু হয় । এখন তোমরা কাজ কারবারও করো, কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে এমন কোনো পাপ কর্ম করো না যা বিকর্ম হয়ে যায়, নাহলে সর্বগুণ সম্পন্ন হতে পারবে না । এমন গানও মানুষ গায় যে আমি এই নির্গুণের মধ্যে কোনো গুণ নেই । এখন হলো মিথ্যা খণ্ড । সত্য খণ্ড এক বাবাই স্থাপন করেন । এই সময় সমস্ত মানুষই অনাথ ।

এখন বাচ্চারা তোমাদের কোনো অপগুণ থাকা উচিত নয় । সবথেকে প্রথম অপগুণ হলো দেহ – অভিমান । দেহী – অভিমানী হতেই অনেক পরিশ্রম । এই দেহ – অভিমানের কারণেই অন্য সব বিকার আসে । অহংকার হলো এক নম্বর শত্রু । বাবা সরাসরি বলেন, বাচ্চারা এবার দেহ অভিমান ছাড়ো । আমার তো দেহ নেই । আমি এনার শরীরের মাধ্যমে এসেই বলি । তোমরাও এই শরীরের দ্বারাই শোনো এবং বুঝতে পারো । এখন বেহদের বাবা মত দিচ্ছেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । এমন কোনো পাপ কর্ম করো না যে বদনাম হয় আর পদভ্রষ্ট হয়ে যায় । বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদের কেউই রাজযোগ শিখিয়ে স্বর্গের মালিক করতে পারবে না । এখন বাবা তোমাদের সত্যিকথা বুঝিয়ে বলেন । তোমরা সেই সত্ বাবার সঙ্গে বসে আছো, সত্যকথা শোনা আর সত্যখন্ডের মালিক হওয়ার জন্য । তাঁর নামই হলো সত্য । সত্য জ্ঞান সাগর । এ তো বাবাই বলেন যে আমি জ্ঞানের সাগর । জ্ঞান সাগরের থেকেই তোমাদের এই জ্ঞান নদীদের উৎপত্তি । তাহলে গঙ্গাকে কিভাবে পতিত পাবনী বলা হবে । পতিত – পাবন তো পরমাত্মাই হবেন, যিনি জ্ঞানের সাগর । ওই গঙ্গা সম্পূর্ণ দুনিয়ায় থোড়াই যেতে পারবে । এ তো একমাত্র বেহদের বাবার কাজ । তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হও । ব্রাহ্মণ হলো শিখা অর্থাৎ সবার উপরে । কিন্তু এখনো সতোপ্রধান বলা হবে না কেননা এখনো সবাই পুরুষার্থী । সকলেই সেবা করছে ।

ঈশ্বরীয় সন্তান হওয়ার কারণে ব্রাহ্মণদের খুব মান, কেননা ভারতকে স্বর্গ তোমরাই বানাও । এমন নয় যে লক্ষ্মী – নারায়ণ ভারতকে স্বর্গ বানায় । এ তো বাবাই বানায় ব্রাহ্মণদের দ্বারা নাকি দেবতাদের দ্বারা ? পুরনো দুনিয়াতে এসেই বাবাকে নতুন সৃষ্টির রচনা করতে হয় । বেহদের বাবা নতুন বাড়ি অর্থাৎ স্বর্গ বানিয়েছেন । নতুন জিনিসকে পুরনো তো হতেই হবে । লৌকিক বাবাও যখন

নতুন বাড়ি বানায়, সেও একদিন অবশ্যই পুরনো হয় । এমন নয় যে বাবাই পুরনো করে দিয়েছেন । প্রতিটা জিনিস সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান অবশ্যই হয় । এখন তোমরা দেহের সর্ব ধর্ম ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করো । বাবা সমস্ত বাচ্চাদের বলেন যে এখন খেলা সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । তোমরা ভুলে তো যাও নি । আমি তোমাদের সহজ রাজযোগ শেখাতে এসেছি । আমি আর তোমরা ৫ হাজার বছর আগেও মিলেছিলাম । আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়েছিলাম । তোমাদের মনে আছে তো । ভুলে তো যাও নি ? আমি কল্পে কল্পে এসে তোমাদের বাদশাহী দিই । তোমাদের কড়ি থেকে হীরে তুল্য করে তুলি । বাচ্চারা বলে বাবা, আমরা কি এই চক্র থেকে মুক্তি পাবো না ? বাবা বলেন , না । এই সৃষ্টি চক্র হলো অনাদি । যদি এই চক্র থেকেই মুক্তি পেয়ে যাও, তাহলে তো এই দুনিয়াই শেষ হয়ে যাবে । এই চক্র তো অবশ্যই ঘুরতে থাকে । আমি আবার এসেছি । প্রতি কল্পের সঙ্গম যুগে আমি এসে থাকি । দুনিয়ার মানুষ যুগে যুগে কথা লিখে দিয়েছে । তারা বলেও থাকে যে, পতিত পাবন এসো, আমাদের পবিত্র বানাও । সুখধামে নিয়ে চলো । এই পতিত দুনিয়ায় তো দুঃখই দুঃখ । আচ্ছা, আমার কাছে তো দুই ধাম আছে । তোমরা কোথায় যাবে ? বাবা বলেন যে সুখধামে তো অনেক সুখ । আর যদি মুক্তিধামে যাও তাহলে এই অভিনয়ে তো অবশ্যই আসতে হবে । কিন্তু যখন স্বর্গের সময় শেষ হয়ে যাবে, তখন আসবে । স্বর্গে কি তোমরা আসতে চাও না ? তোমাদের কি স্বর্গে আসার ইচ্ছা নেই ? তোমরা কি এই নরকের মায়া রাজ্যেই আসতে চাও ? অবশ্য তখনও প্রথমে সতো হবে, তারপর রজো এবং তমো হবে । যে পবিত্র আত্মা আসে তারা প্রথমেই দুঃখ পায় না । আসা থেকেই অল্প অল্প করে পাপ করতে থাকে । আত্মাদের সতো, রজো এবং তমো অবস্থার মধ্য দিয়ে পার হতে হয় । তাই এই চক্রকেও বুঝতে হবে । এখনই তোমরা ফাইনাল অবস্থায় যেতে পারবে না । স্কুলেও দেখো ১২ মাস পরে ফাইনাল পরীক্ষা হয় । অন্তিম সময়ে তোমাদের অবস্থা পরিপক্ক হবে । তখন অনেক বৃদ্ধি পেতে থাকবে । কত সেন্টার খোলা হয়েছে । সেন্টারের জন্য তো অনেক বলা হয় । কিন্তু এতো টিচার এখনো তৈরী হয় নি । একনম্বর সময় হলো - অমৃতবেলা । কেউ যদি সকালে আসতে না পারে তাহলে অসুবিধা করেও যেন সন্ধ্যেবেলা আসে । স্কুলেও দুটো শিফট হয় । আচ্ছা বাচ্চারা, বুঝেছো তো ?

বাবা সমস্ত সেন্টারের বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলছেন । বাচ্চারা তোমরা রাতে ©পোতামেল লেখো । আজ তোমাদের রেজিস্টার খারাপ তো করো নি ? কোনো ভুল তো করো নি ? তাহলে বাবার থেকে মাফ চাইতে হবে । শিব বাবা আমাকে মাফ করো । তুমি কত মিষ্টি । বাবা বলেন, আমি তোমাদের স্বর্গের মাস্টার ভগবান - ভগবতী বানাই । তাই আমার কথা তোমরা শোনো । এক নম্বর নির্দেশই হলো দেহী - অভিমানী হও । বিকারে যেও না । এ হলো মহাশত্রু । এই বিকারকে জয় করতে না পাড়লে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে আর কুলকে কলঙ্কিত করবে । মায়া হলো বড়ই প্রবল । এই লড়াই হলো প্রদীপ আর ঝড়ের লড়াই । এখানে তো বাহাদুরী দেখাতেই হবে । আমরা বাবার হয়েছি তাহলে আবার এই মায়া কিভাবে বিঘ্ন করতে পারে । হ্যাঁ, তুফান তো আসবেই, কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনো বিকর্ম করো না । অনেক উঁচু পদ প্রাপ্ত করো তোমরা, তাই না ? তাই কিছু খেয়াল তো করো । তোমরা যদি কাউকে বলো যে আমরা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য পড়ছি তখন তারা উপহাস করবে । এখানে তো ধারণার প্রয়োজন । এখানে তোমাদের এই কথা পাকা করতে হবে যে আমি হলাম আত্মা, আর যেহেতু আমি আত্মা, তাই সতোপ্রধান হয়ে বাবার কাছেই যাই তারপর বাবাই আমাকে স্বর্গে পাঠান । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি পুরুষার্থের নম্বর অনুযায়ী বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) নিজের রেজিস্টার যাতে খারাপ না হয় তার দিকে নজর রাখতে হবে । বাবার আজ্ঞা অর্থাৎ দেহী - অভিমানী হতে হবে । কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো ভুল কোরো না ।

২) সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়ার জন্য কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা এমন কোনো পাপ কর্ম যেন না হয় যাতে বিকর্ম হয়ে যায় । পুরানো হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হবে ।

বরদান : - "কিছুই নতুন নয়" ....এই যুক্তির দ্বারা সকল পরিস্থিতিতে আনন্দের স্থিতির অনুভব করে সদা অচল - অটল হও ।

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সদা আনন্দের (মস্তি) স্থিতিতে থাকা আত্মা । মনে যেন সর্বদা এই গীত বাজতে থাকে - "বাহ বাবা আর বাহ আমার ভাগ্য" । দুনিয়ার যে কোনো দোলাচলের পরিস্থিতিতে আশ্চর্য হয়ো না, ফুলস্টপ লাগাও । যা কিছুই হোক না কেন -- কিন্তু কিছুই তোমার জন্য নতুন নয় । কোনো নতুন কথা নয় । ভেতর থেকে যখন অচল স্থিতি হবে, কি বা কেন , এই কথায় মন দ্বিধায় পড়বে না, তখনই বলা হবে অচল - অটল আত্মা ।

স্লোগান :- বৃত্তিতে যখন শুভ ভাবনা আর শুভ কামনা থাকবে, তখনই শুভ ভাইব্রেশন ছড়াতে পারবে ।